রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ৭, ২০১৬

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৬ মে, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৩৯-আইন/২০১৬।—বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ধারা ৩৪ এর সহিত পঠিতব্য, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, সরকারের সহিত আলোচনাক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যাহা উক্ত আইনের ধারা ৫৯(৩) এর বিধান মোতাবেক জুন ১৫, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রজ্ঞাপন নং এস,আর, ও ২৮৫-আইন/২০১৩ দ্বারা প্রাক-প্রকাশ করা হইয়াছিল, যথা:—

১। **প্রবিধানমালার নাম**।—এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(১) "**আইন**" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন);

(২) "**আবেদনপত্র**" অর্থ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ নির্ধারণ বা বিদ্যমান ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য কমিশনের নিকট দাখিলকৃত কোন আবেদনপত্র;

(৩) "**কমিশন**" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন;

মূল্য ঃ টাকা ৩০.০০

(৪) **"গ্রাহক"** অর্থ কোন বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্সীর নিকট হইতে বিদ্যুৎ সঞ্চালন সার্ভিস গ্রহণকারী কোন বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্সী ;

(৫) **"ট্যারিফ সিডিউল"** অর্থ বিদ্যুৎ সঞ্চালন সার্ভিসের মূল্যহার ও উহা প্রয়োগের শর্তাবলী সম্বলিত বিবরণী;

(৬) **"তফসিল"** অর্থ এই প্রবিধানমালার তফসিল;

(৭) **"পদ্ধতি** (methodology)" অর্থ আইনের ধারা ৩৪ এ উল্লিখিত এবং এই প্রবিধানমালার তফসিলে বর্ণিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ নির্ধারণ পদ্ধতি;

(৮) **"রেট"** অর্থ গ্রাহক কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহৃত প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য নির্ধারিত চার্জ;

(৯) **"লাইসেন্সী"** অর্থ আইনের অধীন বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;

(১০) **"সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান** (affiliate)" অর্থ সঞ্চালন সার্ভিস প্রদানকারীর একই কর্পোরেটভুক্ত কোন প্রতিষ্ঠান যে বাংলাদেশে এনার্জি ক্রয়, বিক্রয়, ব্যবসায় বা প্রশাসনে নিয়োজিত, এবং এতদ্‌বিষয়ে আর্থিক লেনদেনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১১) **"সঞ্চালন"** অর্থ অতি উচ্চ ভোল্টেজে (১৩২ কেভি এবং তদূর্ধ্ব) বিদ্যুৎ পরিবহন;

(১২) **"সঞ্চালন সার্ভিস প্রদানকারী"** অর্থ যে লাইসেন্সী পাইকারি বৈদ্যুতিক এনার্জি সঞ্চালনে ব্যবহৃত সম্পদের মালিক এবং উহা পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। **ট্যারিফ নির্ধারণ বা পরিবর্তনের জন্য আবেদন ও ফিস।**—(১) বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ নির্ধারণ বা বিদ্যমান ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য প্রবিধানমালা অনুযায়ী কমিশনের নিকট, উপ-প্রবিধান (২) ও (৩) এর বিধানাবলী অনুসরণক্রমে, আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত আবেদনপত্রের সহিত কমিশন কর্তৃক, সময়ে সময়ে, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত আবেদন ফিস বাংলাদেশের যে কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে কমিশনের নামে জারীকৃত ডিমান্ড-ড্রাফট বা পে-অর্ডার আকারে প্রদান করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রের ৬ (ছয়)টি মুদ্রিত প্রতিলিপি এবং ২ (দুই)টি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড (Microsoft Word), একসেল (Excel), একসেস (Access) অথবা পি.ডি.এফ (PDF) রীতির ইলেক্ট্রনিক ফরম্যাটে সিডি রম (CD ROM) এ ধারণকৃত প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

৪। **ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য আবেদনপত্রের সহিত সংযোজনীয় কাগজপত্র ও তথ্যাদি।**—প্রবিধান ৩ এর অধীন ট্যারিফ ও সার্ভিসের শর্তাবলী নির্ধারণের জন্য আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযোজন ও তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে, যথা:—

(ক) আবেদনপত্রের সহিত সংযোজিত দলিলপত্রের একটি তালিকা;

(খ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ সিডিউল কার্যকর করিবার প্রত্যাশিত তারিখ;

(গ) যাহাদের নিকট ট্যারিফ সিডিউল প্রেরণ করা হইবে তাহাদের নাম ও ঠিকানা;

(ঘ) ট্যারিফ ঘোষণার জন্য খসড়া বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি;

(ঙ) যে সকল সার্ভিস প্রদান করা হইবে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রত্যেকটি সার্ভিসের জন্য প্রস্তাবিত ট্যারিফ;

(চ) লাইসেন্সী ও গ্রাহকের মধ্যে ট্যারিফ সিডিউল সম্পর্কিত চুক্তি এবং, ক্ষেত্রমত, উহা যথাযথভাবে সম্পাদিত হইয়াছে মর্মে একটি ঘোষণাপত্র;

(ছ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ সিডিউল অনুযায়ী লেনদেন ও রাজস্ব আয়ের একটি প্রাক্কলিত হিসাব যাহাতে—

(অ) যে মাসে ট্যারিফ সিডিউল কার্যকর হইবে তাহার অব্যবহিত পরবর্তী ১২ (বার) মাসে প্রদেয় সেবা ও প্রাপ্য রাজস্ব আয়ের এক বৎসরের মাসওয়ারী প্রাক্কলিত হিসাবের উল্লেখ থাকিবে;

(আ) উক্ত প্রাক্কলনে গ্রাহকভিত্তিক বার্ষিক বিদ্যুৎ সঞ্চালনের হিসাব উল্লেখ থাকিবে;

(জ) ট্যারিফ সিডিউলে প্রস্তাবিত ট্যারিফের ভিত্তি এবং কিভাবে উহা নির্ধারিত হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা;

(ঝ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ নির্ধারণের লক্ষ্যে যে সকল ব্যয়ের (সম্পূর্ণ ব্যয়িত, বৃদ্ধিজনিত বা অন্যবিধ) হিসাব করা হইয়াছে, উক্ত ট্যারিফের যৌক্তিকতা বিবেচনার জন্য, উহাদের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী;

(ঞ) সার্ভিসের বিস্তারিত শর্তাবলীসহ, সংশ্লিষ্ট সঞ্চালন, আন্তঃসংযোগ ও সহায়ক সার্ভিসের চুক্তিসমূহের অনুলিপি।

৫। **ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য আবেদনপত্রের সহিত সংযোজিত কাগজপত্র ও তথ্যাদি।**—(১) প্রবিধান ৩ এর অধীন ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযোজন ও তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) কালানুক্রমিক (historical trend) বর্ণনাসহ প্রস্তাবিত ট্যারিফের সার-সংক্ষেপ;

(খ) ট্যারিফ পরিবর্তনের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা;

(গ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ নির্ধারণে গৃহীত পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ;

(ঘ) ট্যারিফ পরিবর্তনের ফলে গ্রাহক শ্রেণির উপর প্রভাব সম্পর্কিত বিবরণ;

(ঙ) ট্যারিফের পরিবর্তন ঘোষণার জন্য খসড়া বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি;

(চ) অব্যবহিত বিগত ৩ (তিন) অর্থ বৎসরের নিরীক্ষিত বাৎসরিক হিসাব বিবরণী, তবে সদ্যসমাপ্ত অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষিত না হইলে সংস্থা প্রধান কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হিসাব বিবরণী;

(ছ) প্রস্তাব পেশকালীন চলতি অর্থ বৎসরের সাময়িক হিসাব বিবরণী;

(জ) বর্তমান আর্থিক অবস্থা এবং প্রস্তাবিত ট্যারিফ পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যৎ আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক বিবরণী;

(ঝ) প্রস্তাব অনুমোদিত না হইলে সম্ভাব্য আর্থিক প্রভাবের বিস্তারিত বিবরণ;

(ঞ) ট্যারিফ প্রস্তাব পেশ করিবার সময় পরবর্তী অর্থ বৎসরের আর্থিক পূর্বাভাস;

(ট) বিগত ৩ (তিন) অর্থ বৎসরের সঞ্চালন লস (transmission loss) এর বিবরণ;

(ঠ) সঞ্চালন লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা এবং গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ;

(ড) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপসমূহ;

(ঢ) বর্তমান সঞ্চালন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা;

(ণ) বর্তমান সঞ্চালন লাইন ও উপকেন্দ্রের তালিকা;

(ত) সার্ভিসের বিস্তারিত শর্তাবলীসহ, আবেদনকারীর মতে প্রস্তাব মূল্যায়নে সহায়ক হইতে পারে এইরূপ অন্য যে কোন তথ্য।

(২) প্রবিধান ৩ এর অধীন কোন আবেদনপত্র লাইসেন্সী বা তাহার উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সশরীরে কমিশনে দাখিল করিতে হইবে এবং প্রবিধান ৩ এবং প্রবিধান ৫ এর উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী কাগজপত্র ও তথ্যাদি যথাযথভাবে প্রাপ্তি সাপেক্ষে কেবলমাত্র উহা কমিশনে গ্রহণ করা হইবে।

৬। **আবেদনপত্র পরীক্ষা ও আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ**।—(১) প্রবিধান ৩ এর অধীন কোন আবেদনপত্র প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশন বা তৎকর্তৃক গঠিত কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি উক্ত আবেদনপত্র পরীক্ষা করিবে।

(২) কমিশন, প্রয়োজন মনে করিলে, আবেদনপত্র প্রাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে, আবেদনপত্র মূল্যায়নের জন্য অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজপত্র দাখিল করিবার জন্য আবেদনকারীকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত আদেশ জারির ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য ও কাগজপত্র কমিশনে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) অনুযায়ী অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজপত্র প্রাপ্তির পর, কমিশন উহা নথিভুক্ত করিবে এবং কমিশনের সভায় উক্ত আবেদনপত্রটি বিবেচনার্থে গ্রহণের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি কমিশনের নিকট একটি সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করিবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন দাখিলকৃত সার-সংক্ষেপ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশনের সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত সভায় আবেদনপত্রটি গৃহীত হইলে সভার তারিখ আবেদনপত্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের তারিখ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৫) প্রস্তাবিত ট্যারিফ সিডিউল বা উহার অংশবিশেষ কমিশনের বিবেচনাধীন থাকাকালে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সী উক্ত ট্যারিফ সিডিউল বা উহার অংশবিশেষ পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

৭। **আবেদনকারীর সহিত যোগাযোগ**।—(১) কোন আবেদনপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হইবার পর হইতে কমিশন কর্তৃক উহার সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে লিখিতভাবে না জানানো পর্যন্ত

আবেদনকারীর সহিত সকল যোগাযোগ কমিশন বা উহার মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক লিখিতভাবে করিতে হইবে।

(২) আবেদনকারীর সহিত সকল যোগাযোগ কেবল ব্যাখ্যা ও অতিরিক্ত তথ্য সম্পর্কে হইবে, যাহা আবেদনকারী কমিশনকে লিখিতভাবে সরবরাহ করিবে।

৮। **গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও নোটিশ প্রদান**।—(১) প্রবিধান ৩ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্র প্রবিধান ৬ মোতাবেক গৃহীত হইলে কমিশন, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বহুল প্রচারিত কমপক্ষে ১ (এক) টি বাংলা এবং ১ (এক) টি ইংরেজী জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এতদ্‌সম্পর্কে একটি গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে।

(২) আবেদনপত্র দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে অথবা উহাতে স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ পক্ষ বা পক্ষগণকে এবং যাহাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হইতে পারে বলিয়া কমিশন মনে করিবে তাহাদিগকে কমিশন এতদ্‌সম্পর্কে যথাযথ নোটিশ প্রদান করিবে।

(৩) কমিশন নিম্নবর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক পন্থায় উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) বাহকের মাধ্যমে হাতে হাতে;

(খ) প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিস্টার্ড ডাক বা কুরিয়ারযোগে; এবং

(গ) প্রয়োজনবোধে, ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোন মাধ্যমে।

(৪) কোন ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করিতে হইলে, তাহা উক্ত ব্যক্তির নিকট তাহার প্রদত্ত ঠিকানায় অথবা তিনি বা তাহার প্রতিনিধির বাসস্থান অথবা কর্মস্থলের ঠিকানায় প্রেরণ করা যাইবে।

৯। **পদ্ধতি (Methodology) অনুযায়ী আবেদনপত্র মূল্যায়ন**।—(১) কোন আবেদনপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হইবার পর কমিশন, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহার কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি দ্বারা তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি (methodology) অনুযায়ী আবেদনপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা করিবে।

(২) আবেদনপত্র মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য উক্ত কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং সাধারণভাবে উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০। **মূল্যায়ন প্রতিবেদন গ্রহণ**।—প্রবিধান ৯ অনুসারে কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক আবেদনপত্র মূল্যায়নের পর উহার মূল্যায়ন প্রতিবেদন শুনানিতে উপস্থাপনের জন্য কমিশন গ্রহণ করিতে পারিবে।

১১। **শুনানি**।—(১) কমিশন, কোন আবেদনপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের অনধিক ৬০ (ষাট) কর্মদিবসের মধ্যে, গণশুনানির ব্যবস্থা করিবে, যেখানে বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ ট্যারিফ আবেদনপত্র সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে সেই সম্পর্কে জেরা করা যাইবে।

(২) কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, শুনানিকালে, আবেদনপত্র সম্পর্কে তাহাদের বিশ্লেষণ এবং কমিশন কর্তৃক গ্রহণীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহাদের সুপারিশের অনুকূলে লিখিত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করিবেন এবং সম্ভাব্য জেরার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিবন্ধিত পক্ষগণের নিকট শুনানির তারিখের অন্যূন ৭ (সাত) কর্মদিবস পূর্বে পৌঁছাইতে হইবে এবং কমিশন ব্যতিত অন্যান্য পক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন লিখিত সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহারা উহার অনুলিপি কমিশন ও নিবন্ধিত অন্যান্য পক্ষের নিকট শুনানির তারিখের অন্যূন ৭ (সাত) কর্মদিবস পূর্বে পৌঁছাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি শুনানিতে অংশগ্রহণ করিতে কিংবা আবেদনপত্র সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি, প্রবিধান ৮ এর অধীন কমিশন কর্তৃক জারীকৃত গণবিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ প্রদানের অনধিক ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে,স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত বক্তব্য বা মতামত, তাহার নাম, পূর্ণ ঠিকানা ও বক্তব্য বা মতামতের অনুকূলে বাস্তবসম্মত কারণ উল্লেখপূর্বক, কমিশনের নিকট দাখিল করিবেন।

(৫) উপ-প্রবিধান (৪) এর অধীন কোন বক্তব্য বা মতামত দাখিল করা হইলে কমিশন উহা পর্যালোচনা করিয়া দেখিবে এবং অনুরূপ বক্তব্য বা মতামত দাখিলকারী কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত মনে করিলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি পক্ষ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) কমিশন কোন ব্যক্তির বক্তব্য বা মতামত শুনানি গ্রহণ ব্যতিত প্রত্যাখ্যান করিলে উক্ত ব্যক্তি তাহার বক্তব্য বা মতামতের অনুকূলে অতিরিক্ত তথ্য প্রমাণ কমিশনে দাখিল সাপেক্ষে শুনানিতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

১২। **শুনানি গ্রহণের পর আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান।**—(১) কোন আবেদনপত্রের উপর শুনানি গ্রহণের পর কমিশন নিম্নবর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক কারণে উক্ত আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) কমিশনের চাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদনকারী কর্তৃক অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজপত্র দাখিল না করিলে;

(খ) দাখিলকৃত কাগজপত্রে মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে;

(গ) আবেদনকারী বাংলাদেশের অন্যান্য প্রচলিত আইন ভঙ্গ করিলে;

(ঘ) আইন, এই প্রবিধানমালা অথবা কমিশন কর্তৃক প্রণীত অন্য যে কোন প্রবিধানমালার অধীন আবেদনকারীর ট্যারিফ নির্ধারণ বা পরিবর্তনের জন্য আবেদন করিবার অধিকার না থাকিলে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কমিশন কোন আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিলে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবে এবং প্রত্যাখ্যান করিবার তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে তৎসম্পর্কে আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

(৩) কমিশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর শুনানি গ্রহণ বা তাহাকে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান ব্যতিত উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোন আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিবে না।

১৩। **কমিশনের সিদ্ধান্ত**।—(১) কমিশন কোন আবেদনপত্র সম্পর্কে, আগ্রহী পক্ষগণের শুনানি গ্রহণ এবং ট্যারিফ প্রস্তাবসহ সকল তথ্যাদি প্রাপ্তির পর, অনধিক ৯০ (নব্বই) কর্মদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত প্রত্যেক সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত করতঃ বিজ্ঞপ্তি আকারে জারি করিবে।

(২) কমিশনের সকল সিদ্ধান্ত ও আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) সংক্ষুব্ধ কোন পক্ষ কমিশনের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ সম্পর্কে অবহিত হইবার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনের নিকট উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(৪) কমিশনের সকল আদেশ ও সিদ্ধান্তের অনুলিপি কমিশনের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও কমিশনের সীলমোহর দ্বারা প্রত্যায়িত করা হইবে।

(৫) এই প্রবিধানের অধীন যে কোন দলিল বা আদেশের অনুলিপি, কমিশন কর্তৃক, সময়ে সময়ে, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফিসের বিনিময়ে, যে কোন ব্যক্তি সংগ্রহ করিতে পারিবে।

১৪। **ট্যারিফ প্রয়োগকাল**।- (১) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ কার্যকর হইবার তারিখ যেইভাবে কমিশন তৎকর্তৃক প্রদত্ত আদেশে নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে কার্যকর হইবে।

(২) যতদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সী বা কোন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদন কমিশন কর্তৃক অনুমোদন না হয় অথবা কমিশন স্বেচ্ছায় ট্যারিফ পরিবর্তন না করিবে ততদিন পর্যন্ত কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ কার্যকর থাকিবে।

(৩) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ সাধারণভাবে কোন অর্থ বৎসরে একবারের বেশী পরিবর্তনের জন্য কোন আবেদনপত্র বিবেচিত হইবে না, তবে অন্য কোন কারণে যদি উক্তরূপ পরিবর্তন আবশ্যকীয় বলিয়া আবেদনকারী প্রমাণ করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে এই বিধান শিথিলযোগ্য হইবে।

১৫। **ট্যারিফ নির্ধারণ বা পরিবর্তন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি**।—(১) লাইসেন্সী প্রবিধান ১৩ এর উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কমিশন কর্তৃক কোন আবেদনপত্র সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত কমপক্ষে ১ (এক) টি বাংলা এবং ১ (এক) টি ইংরেজী জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবে এবং ওয়েবসাইটেও উহার প্রচারের ব্যবস্থা করিবে।

(২) লাইসেন্সী ট্যারিফ নির্ধারণ বা বিদ্যমান ট্যারিফ পরিবর্তন সম্পর্কে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি ট্যারিফ কার্যকরের অথবা তৎপরবর্তী মাসের বিদ্যুৎ বিলের সাথে সংযুক্ত করিয়া প্রত্যেক গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) ট্যারিফ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, লাইসেন্সী উক্ত বিজ্ঞপ্তির সহিত বিদ্যমান ট্যারিফ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও সংযুক্ত করিবে।

১৬। **ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিধান**।—এই প্রবিধানমালার কোন বিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোনরূপ অস্পষ্টতার উদ্ভব হইলে, তৎসম্পর্কে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

[প্রবিধান ৯(১) দ্রষ্টব্য]

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ নির্ধারণ পদ্ধতি (Methodology)

১। **সূচনাঃ—**

(১) বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ নির্ধারণের এই পদ্ধতি (methodology)-র উদ্দেশ্য এমন একটি মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা যাহা সঞ্চালন ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য লাইসেন্সী কর্তৃক ব্যবহৃত হইবে। একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বিদ্যমান থাকিবার কারণে লাইসেন্সী তাহার ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদনের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা লাভ করিতে পারিবে। অনুরূপভাবে গ্রাহক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে আস্থা থাকিবে যে, কমিশন কর্তৃক স্ট্যান্ডার্ড ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে ট্যারিফ মূল্যায়িত হইবে। এইরূপ প্রমিতকরণ কমিশন কর্মকর্তাগণকে ট্যারিফ আবেদন পরীক্ষার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি প্রদান করিবে।

(২) লাইসেন্সী সকল পক্ষ যথা-গ্রীড স্তরে বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিক্রয়কারী এবং আইনের অধীন বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করিবে।

২। **সঞ্চালন সেবা রেটঃ—**

(১) যাচাই বর্ষ [টেস্ট ইয়ার (Test year)]ঃ—

(ক) যাচাই বর্ষ একটি প্রমিত (standardized) মেয়াদ যাহা ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য অভিন্ন উপাত্ত প্রদান করে। এই মেয়াদের ভিত্তিতে আবেদনকারী উহার উপাত্ত সংকলন করে। যাচাই বর্ষের উপাত্তের ভিত্তিতে কমিশনের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পন্ন হয়।

(খ) যাচাই বর্ষ ১২ (বার) মাসের একটি মেয়াদকাল যাহার পূর্ণাঙ্গ উপাত্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ১২ (বার) মাসের উপাত্ত ব্যবহার করিয়া কমিশন-কর্মকর্তাগণ ট্যারিফ আবেদনপত্রের যৌক্তিকতা বিবেচনার জন্য উহার অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করিবেন। কমিশন উহার নিকট দাখিলকৃত সঞ্চালন ট্যারিফ আবেদনপত্রের জন্য ৩০ জুন সমাপ্ত সাম্প্রতিকতম অর্থ বৎসরকে যাচাই বর্ষ (টেস্ট ইয়ার) হিসাবে গ্রহণ করে। যেইক্ষেত্রে কোন লাইসেন্সীর পূর্ব পরিচালন অভিজ্ঞতা নাই, সেইক্ষেত্রে কমিশন একটি অর্থ বৎসরের সর্বোত্তম প্রাক্কলিত হিসাব বিবেচনা করিবে।

(২) **রাজস্ব চাহিদা (Revenue Requirement)ঃ—**

(ক) **সার-সংক্ষেপঃ—**

(অ) কোন লাইসেন্সীর স্বীয় সঞ্চালন পরিচালনা অব্যাহত রাখিতে, বিনিয়োগের জন্য মূলধন আকৃষ্ট করিতে এবং গ্রাহকদের ন্যূনতম খরচে সার্ভিস প্রদান করিতে যে পরিমাণ আয় অর্জনের সুযোগ থাকা উচিৎ তাহাই রাজস্ব চাহিদা বা রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট।

(আ) রেট বেজের উপর রিটার্ণ (return on rate base) এবং সঞ্চালন প্রতিষ্ঠানের মোট বার্ষিক পরিচালন খরচের সমষ্টি লাইসেন্সীর মোট বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা।

মোট বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা=রেট বেজের উপর রিটার্ণ+মোট খরচ

(খ) বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা যাচাই বর্ষের উপাত্তের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। বর্তমান রাজস্বের সহিত উক্ত রাজস্ব চাহিদার তুলনা করিয়া একটি রাজস্ব-বৃদ্ধি নির্ণয় করা হয়। রাজস্ব-বৃদ্ধি বলিতে রাজস্ব চাহিদা অর্জনের জন্য সঞ্চালন প্রতিষ্ঠানের যে পরিমাণ অতিরিক্ত রাজস্বের প্রয়োজন তাহা বুঝায়। যেহেতু রাজস্ব-বৃদ্ধিও করযোগ্য, তাই প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে রাজস্ব চাহিদা অর্জনকল্পে প্রয়োজনীয় নীট আয় অর্জন করিতে পারে তজ্জন্য করের প্রভাব কাটাইয়া উঠিবার জন্য রাজস্ব-বৃদ্ধির পরিমাণ “গ্রস আপ” (gross up) ফ্যাক্টরের (যাহা রেভিনিউ করভার্সন ফ্যাক্টর নামে অভিহিত) মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়। রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ একবার নির্ধারিত হইলে, যাচাই বর্ষের মোট রাজস্ব চাহিদা অর্জনের লক্ষ্যে উহাকে বর্তমান রাজস্বের পরিমাণের সহিত যোগ করা হয়। অতঃপর, সঞ্চালন রেট নির্ণয়ের জন্য উহাকে কিলোওয়াট-ঘন্টায় নিরূপিত যাচাই বর্ষের সঞ্চালিত বৈদ্যুতিক এনার্জি (electrical energy) দ্বারা ভাগ করা হয়।

(৩) **রেট বেজ বা কোয়ালিফাইং এ্যাসেটস (Rate Base or Qualifying Assets):—**

(ক) **সার-সংক্ষেপ।**—কোন লাইসেন্সীর রেট বেজ (rate base) তাহার ব্যবহৃত (used) ও ব্যবহার্য (useful) সম্পদের অবচয়িত মূল্য এবং রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লইয়া গঠিত।

মোট রেট বেজ = ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সম্পদের অবচয়িত মূল্য + রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল

(খ) **ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সম্পদ (Used and Useful Assets):—**

(অ) একটি সঞ্চালন প্রতিষ্ঠানের সম্পদের হিসাব তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত: ইনট্যানজিবল প্লান্ট (intangible plant), সঞ্চালন প্লান্ট (transmission plant) এবং জেনারেল প্লান্ট (general plant)। যথাযথ প্লান্ট হিসাব নাম্বার ও সংজ্ঞা ইত্যাদির জন্য কমিশনের অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (যখন প্রণীত হইবে) উল্লেখ করিতে হইবে।

(i) সংক্ষেপে, ইনট্যানজিবল প্লান্ট (intangible plant) খাতে, প্রতিষ্ঠান গঠন ব্যয়, লাইসেন্স ও অনুমতি গ্রহণের ব্যয় এবং বিবিধ ইনট্যানজিবল প্লান্ট বাবদ ব্যয় হিসাবভুক্ত করা হয়।

(ii) সঞ্চালন প্লান্টের অন্তর্ভুক্ত সম্পদসমূহ, যথা:—ভূমি ও ভূমি অধিকার, অবকাঠামো ও উহার উন্নয়ন, স্টেশন যন্ত্রপাতি, টাওয়ার (tower) ও ফিক্সার (fixer), খুঁটি ও ফিক্সার (fixer), ওভারহেড কনডাক্টর (overhead conductor) ও যন্ত্রপাতি (device) এবং রাস্তা ও ট্রেইল (trail)।

(iii) জেনারেল প্লান্টের অন্তর্ভুক্ত সম্পদসমূহ, যথা:—অফিস অবকাঠামোর ভূমি ও ভূমি অধিকার, অবকাঠামো ও উহার উন্নয়ন, অফিস আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি, পরিবহন যন্ত্রপাতি, ভারী যন্ত্রপাতি, যন্ত্র (tool), দোকান ও গ্যারেজ যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতি, যোগাযোগ যন্ত্রপাতি, বিবিধ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য ট্যানজিবল (tangible) প্লান্ট।

(আ) নূতন সম্পদ যখন ব্যবহৃত বা ব্যবহার্য হইবে তখন উহা ট্যারিফ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সম্পদ মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং উহার প্রকৃত ব্যয় উহার মূল্যরূপে নির্ধারিত হইবে ।

(ই) অবচয় একটি প্রক্রিয়া যাহা দ্বারা অবচয়যোগ্য সম্পদের প্রকৃত মূল্যকে নীট স্যালভেজ ভ্যালু (net salvage value) সমন্বয়পূর্বক, একটি নিয়মানুগ ও যৌক্তিক উপায়ে উক্ত সম্পদের স্বাভাবিক ব্যবহারোপযোগী আয়ুষ্কালে বণ্টন করা হয়।

(i) সম্পদের সংযোজন ও ক্ষমতা বর্ধন (addition and improvement) বাবদ প্রকৃত ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্লান্টের মূল্যের সহিত যুক্ত হইবে। প্লান্টের স্বাভাবিক কর্মকাল শেষ হইবার পর নীট স্যালভেজ ভ্যালু ব্যতিত পুঞ্জিভূত অবচয় রিজার্ভের বিপরীতে সম্পদের প্রকৃত ব্যয় সমন্বয় করিতে হইবে। রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও ছোটখাট জিনিসের প্রতিস্থাপন ব্যয় পরিচালন খরচের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ii) ট্যারিফ নির্ধারণ বা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কমিশন লাইসেন্সীর সম্পদের অবচয় নির্ণয়ের জন্য স্ট্রেইট-লাইন অবচয় পদ্ধতি প্রয়োগ করিবে। সম্পদের ব্যবহার্য অথবা প্রমিত আয়ুষ্কাল বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড এবং কমিশন কর্তৃক স্থিরকৃত সিডিউল অনুযায়ী নির্ধারণ হইবে এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করা যাইতে পারে। কমিশন পৃথক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অবচয় সিডিউল জারী করিবে।

(iii) চলতি অবচয়ের পরিমাণ বুক ভ্যালুর (book value) উপর নির্ণীত হইবে এবং মোট খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে। অবচয় সম্পদের কস্টের উপর নির্ণীত হইবে, পুনর্মূল্যায়নের ভিত্তিতে নয়। পরবর্তী কোন সংশোধনের ভিত্তিতে উহার পুনর্মূল্যায়ন হইবে না। সঞ্চালন প্রতিষ্ঠান যদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির সার্ভিসের প্রস্তাব করে, তাহা হইলে সম্পদ যেরূপে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বরাদ্দ হইবে তদ্রুপ অবচয়ও একইরূপে বরাদ্দ হইবে।

(গ) **চলমান নির্মাণ কাজ [Capital (Construction) Work in Progress]**।—চলমান সঞ্চালন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া এবং সার্ভিস প্রদান শুরু না করা পর্যন্ত রেট নির্ধারণে বিবেচ্য হইবে না।

(৪) **রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল (Regulatory Working Capital):—**

(ক) **সার-সংক্ষেপঃ—**

(অ) রেট বেজ (rate base) এর শেষ প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল (regulatory working capital)। লাইসেন্সীর ট্যারিফ ডিজাইনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ব্যবহৃত "ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল" ধারণা হইতে "রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল" ভিন্ন অর্থ বহন করে। রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হইল, লাইসেন্সীর দৈনন্দিন পরিচালন খরচ নির্বাহের জন্য অর্থ যোগান এবং প্লান্ট-বহির্ভূত বিভিন্ন প্রকারের বিনিয়োগ যাহা লাইসেন্সীর চলমান পরিচালন অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয়। প্রকৃতপক্ষে, ইহা লাইসেন্সীর স্বাভাবিক পরিচালন তহবিল যাহার প্রয়োজনীয়তা মাস হইতে মাসান্তরে চলিতে থাকে।

(আ) ইহা নগদ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, মালামাল ও সরবরাহের মজুদ মূল্য এবং কোন অগ্রিম প্রদান থাকিলে উহার সমষ্টি।

সঞ্চালন রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল = নগদ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল + মালামাল ও সরবরাহের মজুদ মূল্য + অগ্রিম প্রদান

(খ) **নগদ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল (Cash Working Capital):—**

(অ) নগদ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হইল, পরিচালন খরচ মিটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, নগদ ব্যালেন্সের ঘাটতি নির্বাহ এবং সার্ভিসের জন্য খরচ ও সার্ভিস হইতে প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান।

(আ) লাইসেন্সীর নগদ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হইল ১ (এক) বৎসরের পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচের ১/৬ অংশ। সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত স্বাভাবিক একচেটিয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে এই হিসাব সার্ভিস হইতে প্রাপ্তির পূর্বেই সার্ভিসের খরচের প্রয়োজনীয়তার গড় হিসাব নির্ণয় করা হয়। ফর্মূলাটি নিম্নরূপ:—

নগদ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল = (১/৬) X (বার্ষিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ)

(গ) **মালামাল ও সরবরাহের মজুদ মূল্য (Materials and Supplies Inventory):—**

(অ) মালামাল ও সরবরাহের মজুদ (materials and supplies) হইল লাইসেন্সীর সার্ভিস প্রদানের দৈনন্দিন চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল ও সরবরাহের মোট মূল্য (materials and supplies inventory value)।

(আ) এই উদ্দেশ্যে যাচাই বর্ষের ১২ (বার) মাসের গড় ব্যবহৃত হয়।

মালামাল ও সরবরাহের মজুদ মূল্য = (মালামাল ও সরবরাহের বার মাসের মোট মূল্য) ÷ ১২

(ঘ) **অগ্রিম প্রদান (Prepayments):—**

(অ) যে সময়ের জন্য প্রযোজ্য সেই সময়ের পূর্বে প্রদান করা হইলে তাহাকে অগ্রিম প্রদান বলে। অগ্রিম ভাড়া, বীমা ও কর ইত্যাদি ইহার অন্তর্ভুক্ত। মালামাল ও সরবরাহের মূল্যের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত মানদণ্ড অনুযায়ী সাধারণতঃ ইহা নির্ণীত হয়।

(আ) গড় মাসিক পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য একাধিক যাচাই বর্ষের তথ্য বিবেচনা করিতে হইবে। অগ্রিম প্রদত্ত আইটেম যেইগুলি দীর্ঘ সময়ব্যাপী পূর্ব পরিশোধিত হইয়াছে সেই ব্যালেন্সগুলি যোগ করিতে হইবে এবং তারপর যাচাই বর্ষের জন্য গড় নির্ধারণ করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, যাচাই বর্ষে যদি ৩ (তিন) বৎসরের জন্য ইনস্যুরেন্স অগ্রিম পরিশোধ করা হয় তাহা হইলে মোট পরিমাণকে ৩ (তিন) দ্বারা ভাগ (÷) করিয়া ভাগফল ট্যারিফ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক অগ্রিম প্রদান খাতে যোগ করিতে হইবে। মাসিক গড় ভ্যালু প্রণয়নে এই পরিমাণকে ১২ (বার) দ্বারা ভাগ (÷) করিয়া প্রদত্ত অগ্রিমকে রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যালে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(ই) অগ্রিম আয়কর একটি অগ্রিম প্রদান যাহা রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমদানিকৃত আইটেমের চালান

মূল্যের উপর নির্ধারিত হারে অগ্রিম আয়কর ধার্য করা হয়। রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এর পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে লাইসেন্সীর অগ্রিম পরিশোধিত আয়করের একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত হইবে। রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য লাইসেন্সীগণ যাচাই বর্ষে পরিশোধিত অগ্রিম আয়করের ১/১২ অংশ যোগ করিবে।

(৫) রেট অব রিটার্ণ অন কোয়ালিফাইং অ্যাসেটস (Rate of Return on Qualifying Assets):—

(ক) **সার-সংক্ষেপ।**—কোয়ালিফাইং সম্পদ (qualifying assets) বা রেট বেজের উপর লাইসেন্সীর রিটার্ণ রেট মূলধনের ভারিত গড় ব্যয় (weighted average cost of capital) অথবা সামগ্রিক রিটার্ণ রেট হিসাবে নিম্নোক্ত ফর্মুলা অনুযায়ী নির্ণয় করা হইবে:—

রিটার্ণ রেট = [(ইক্যুইটি মূলধন X ইক্যুইটির রিটার্ণের শতকরা হার) + (ঋণ মূলধন X ঋণের সুদের শতকরা হার)] / (ইক্যুইটি মূলধন + ঋণ মূলধন)

যেখানে:—

"ইক্যুইটির রিটার্ণের শতকরা হার" হইতেছে ইক্যুইটি মূলধনের উপর রিটার্ণ রেট (rate of return) যাহা অনুচ্ছেদ ২ (৫) (খ) অনুযায়ী নির্ণয় করা হয়।

"ঋণের সুদের শতকরা হার" হইতেছে ঋণ মূলধনের সুদের হারের হিসাবকৃত ভারিত মূল্য (weighted value) যাহা অনুচ্ছেদ ২ (৫) (গ) অনুযায়ী নির্ণয় করা হয়।

(খ) **রিটার্ণ অন ইক্যুইটি (Return on Equity):—**

(অ) ইক্যুইটি মূলধনের উপর রিটার্ণ রেট (rate of return) ইক্যুইটির ভারিত গড় (weighted average of equity) হিসাবে নিম্নের ফর্মুলা অনুযায়ী নির্ণীত হইবে:—

ইক্যুইটির রিটার্ণের শতকরা হার = [(কমন স্টক পরিমাণ X লভ্যাংশের হার) + (অবশিষ্ট ইক্যুইটির পরিমাণ X নন-স্টক রেট)] / (কমনস্টকপ রিমাণ + অবশিষ্ট ইক্যুইটির পরিমাণ)

(আ) কমন স্টকের (common stock) ক্ষেত্রে, যাচাই বর্ষে অনাদায়ী কমন স্টকের পরিমাণকে সাধারণতঃ যাচাই বর্ষে প্রদত্ত সর্বশেষ লভ্যাংশের হার দ্বারা গুণ করা হয়।

(ই) লাইসেন্সীর আয়ত্তাধীনে বিদ্যমান অবশিষ্ট ইক্যুইটির ক্ষেত্রে, যদি উহা সরকারি মালিকানাধীন হয়, তাহা হইলে সরকারের ঋণের হার ব্যবহৃত হইবে।

(ঈ) সরকারের সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিকানাধীন লাইসেন্সীর ক্ষেত্রে, অবশিষ্ট ইক্যুইটির মূলধন ব্যয় (cost of capital) সরকারের মূলধন ব্যয়ের সমান হইবে। রেট নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিলাম অনুসারে, ২ (দুই) বৎসর মেয়াদী বাংলাদেশ ট্রেজারী বিলের জন্য সাম্প্রতিকতম ট্রেজারী বিল নিলাম রেট ব্যবহৃত হইবে। যদি যাচাই বর্ষ চলাকালীন কোন নিলাম না হইয়া থাকে, তবে যাচাই বর্ষের পূর্বে সর্বশেষ এই জাতীয় নিলামের যে রেট বিদ্যমান ছিল তাহা ব্যবহার করিতে হইবে।

(উ) যদি লাইসেন্সী বেসরকারি মালিকানাধীন সঞ্চালন কোম্পানি হয় যাহার প্রতি কমিশনের প্রবিধান প্রযোজ্য, তাহা হইলে অবশিষ্ট ইক্যুইটি রেট নিম্নবর্ণিত আলোচনা অনুযায়ী নির্ণয় করা হইবে।

(ঊ) রিটার্ণ অন ইক্যুইটি নির্ণয়ে কমিশনের অগ্রাধিকার হইল ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল (Capital Assets Pricing Model - CAPM) পদ্ধতি। ধরিয়া লওয়া হয় যে, ইক্যুইটি মূলধন ব্যয় হইল ঝুঁকিমুক্ত রেট অব রিটার্ণ এবং বিনিয়োগকারীকে মার্কেট রিস্কের (market risk) ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদত্ত রিটার্ণের যোগফল। ইহা সাধারণভাবে "বেটা" (Beta) নামে অভিহিত। সামগ্রিক মার্কেট রিটার্ণের (market return) সহিত স্টক রিটার্ণ (stock return) যে পরিমাণ উঠানামা করে "বেটা" তাহা নির্দেশ করে। একজন লাইসেন্সীর স্টকের অতীত রিটার্ণসমূহ মার্কেট রিটার্ণসমূহের সহিত তুলনা করা হয় এবং ঝুঁকির পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

(ঋ) ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য আবেদনকারী লাইসেন্সীর দায়িত্ব হইবে ইক্যুইটির উপর একটি রেট অব রিটার্ণ সুপারিশ করা এবং উক্ত ইক্যুইটি রেটের যথার্থতা প্রমাণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা। কমিশন উহার কর্মকর্তাদের বিশ্লেষণ এবং গণশুনানিতে উপস্থাপিত সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনাক্রমে উক্ত ইক্যুইটি রেট নির্ধারণ করিবে।

(এ) ইক্যুইটির উপর রিটার্ণ নির্ধারণের অন্যান্য পদ্ধতি, যথা:- ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো (discounted cash flow), রিস্ক প্রিমিয়াম এ্যাপ্রোচ (risk primium approach) এবং কমপ্যায়ার‍্যাবল আর্নিংস এ্যাপ্রোচ (comparable earnings approach)।

(i) ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো (discounted cash flow) পদ্ধতি অনুসারে ধরিয়া লওয়া হয় যে, কোন স্টকের মূল্য হইতেছে ভবিষ্যতে উহা হইতে যে আয় পাওয়া যাইবে উহার বর্তমান মূল্যমান। এই পদ্ধতি প্রয়োগের জটিলতা এই যে, ইহাতে বিনিয়োগকারীর প্রত্যাশা অনুযায়ী একটি মূল্য নির্ধারণ করিতে হয়। যদি লাইসেন্সীর স্টক প্রকাশ্যে কেনা-বেচা না হয় অথবা নূতন কেনা-বেচা হয়, তাহা হইলে ইহা একটি ধারণা নির্ভর বা বিষয়ীকেন্দ্রীক (subjective) সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে।

(ii) রিস্ক প্রিমিয়াম (risk primium) পদ্ধতি সচরাচর ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। ইহাতে ধরিয়া লওয়া হয় যে, ইক্যুইটির রেট অব রিটার্ন ঋণের রেট অব রিটার্ন অপেক্ষা বেশী হইবে। ইক্যুইটির কস্ট (cost of equity) হইল দীর্ঘমেয়াদী ডেট কস্ট এবং রিস্ক প্রিমিয়াম এর সমষ্টি। রিস্ক প্রিমিয়াম নির্ধারণ অতীত স্টক রেকর্ড ও তথ্যের উপর নির্ভর করে।

(iii) কমপ্যায়ার‍্যাবল আর্নিংস এ্যাপ্রোচ (comparable earnings approach) পদ্ধতিতে অন্যান্য লাইসেন্সীর একটি গ্রুপ নমুনা সংগৃহিত হয় এবং ইক্যুইটি রিটার্নের একটি যৌগিক রেট (composite rate) নির্ধারণ করিয়া লাইসেন্সী কর্তৃক প্রস্তাব পেশ করা হয়। এইক্ষেত্রেও, একইরূপ ইক্যুইটি রেট কার্যধারার রেকর্ড এবং ফলাফল প্রয়োজন হয়।

(ঐ) কমিশন কোন ট্যারিফ আবেদন বিবেচনা করিতে এই সকল পদ্ধতিই প্রয়োগ করিবে, তবে ঝুঁকিমুক্ত রেট অব রিটার্ন এবং মার্কেট রিস্ক (market risk) বিবেচনায় CAPM এর ন্যায় পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবে। রেট অব রিটার্ণ প্রতিষ্ঠার বিষয়াদি প্রমাণ করিবার দায়িত্ব লাইসেন্সীর উপর বর্তাইবে।

(ও) ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য আবেদনকারী লাইসেন্সীর দায়িত্ব হইবে নন-স্টক ইক্যুইটির উপর একটি রেট অব রিটার্ন সুপারিশ করা এবং উক্ত রেটের যথার্থতা প্রমাণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা। কমিশন, উহার কর্মকর্তাদের বিশ্লেষণ এবং গণশুনানিতে উপস্থাপিত সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনাক্রমে, উক্ত রেট নির্ধারণ করিবে। আংশিক সরকারি মালিকানাধীন লাইসেন্সীর জন্য, সঞ্চালন

প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত ও অনুমোদিত সুপারিশের অবর্তমানে, কমিশন কেবল যাচাই বর্ষে অনুষ্ঠিত ২ (দুই) বৎসর মেয়াদী নোটের সাম্প্রতিকতম ট্রেজারী বিল নিলাম রেট গ্রহণ করিবে। যদি যাচাই বর্ষে কোন নিলাম অনুষ্ঠিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাচাই বর্ষের পূর্বে সর্বশেষ নিলামে যে রেট বিদ্যমান ছিল তাহা ব্যবহৃত হইবে।

(গ) **রিটার্ণ অন ডেট (Return on Debt):-**

(অ) ঋণ মূলধনের সুদের হারের ভারিত মূল্য (weighted value) এর উপর রিটার্ন রেট নিম্নের ফর্মুলা অনুযায়ী নির্ণীত হইবে:-

$$\textbf{ঋণের সুদের শতকরা হার} = \frac{\textbf{[(দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ}\times\textbf{ঋণের সুদের হার)+(প্রেফার্ড স্টক পরিমাণ}\times\textbf{ লভ্যাংশের হার)]}}{\textbf{(দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ + প্রেফার্ড স্টক পরিমাণ)}}$$

(আ) যদি ভিন্ন ভিন্ন সুদের হারের অনেকগুলি দীর্ঘ মেয়াদী ডেট ইন্স্ট্রুমেন্ট (debt instrument) থাকে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন লভ্যাংশের হারের অনেকগুলি প্রেফার্ড স্টকের (prefered stock) ইস্যু থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক শ্রেণির জন্য একইরূপ ভারিত ব্যয় (weighted cost) হিসাব করা হইবে।

(ই) দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদের হারের ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রয়োগকৃত ঋণের সুদের হার ব্যবহার করিবে, এমনকি ঋণ তহবিল যদি দাতা সংস্থার নিম্নতর সুদের হারের ঋণ হইতেও সংগৃহিত হইয়া থাকে।

(ঈ) এই হিসাবে ঋণের বকেয়া পরিমাণ (বা অপরিশোধিত পরিমাণ) ব্যবহৃত হইবে, ঋণের আসল পরিমাণ নহে।

(উ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের একটি সার-সংক্ষেপ প্রদান করিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিবে, যথা:-

উক্ত দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের উৎস ও তারিখসহ আসল ঋণের পরিমাণ, আসল পরিশোধের মোট পরিমাণ, যাচাই বর্ষের যে মেয়াদে ঋণ প্রযোজ্য ছিল সেই মেয়াদ, সুদের হার, যাচাই বর্ষে পরিশোধিত সুদের পরিমাণ, যাচাই বর্ষে পরিশোধিত আসল ঋণের পরিমাণ এবং পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরে পরিশোধিত সুদের পরিমাণ।

(ঘ) **ওভারঅল রেট অব রিটার্ন (Overall Rate of Return):-**

(অ) এই অনুচ্ছেদের মূল অংশে [অনুচ্ছেদ ২ (৫) (ক)] বর্ণিত রেট অব রিটার্ন নির্ণয়ের মৌলিক ফর্মূলাটি সরকারি বা বেসরকারি মালিকানাধীন লাইসেন্সীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। ফর্মুলাটি নিম্নে পুনরুল্লিখিত হইল:

$$\text{ওভারঅল রেট অব রিটার্ন} = \frac{[(\text{ইক্যুইটি মূলধন X ইক্যুইটির রিটার্নের শতকরা হার}) + (\text{ঋণ মূলধন X ঋণের সুদের শতকরা হার})]}{(\text{ইক্যুইটি মূলধন + ঋণ মূলধন})}$$

(আ) এই রেট অব রিটার্ন সঞ্চালন প্রতিষ্ঠানকে উহার বিনিয়োগের উপর মুনাফা অর্জনের সুযোগ প্রদান করিবে, যাহা উহার দীর্ঘমেয়াদী ঋণের দায় পরিশোধ এবং মূলধন সৃষ্টির সামর্থ্য অর্জনের জন্য যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৬) **মোট খরচ (Total Expenses):-**

(ক) **সার-সংক্ষেপ:-**

(অ) মোট খরচ হইল লাইসেন্সীর সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, ট্যারিফ বৎসরে ব্যবহৃত এবং ব্যবহার্য সম্পদের স্ট্রেইট লাইন (straight line) ভিত্তিক অবচয় খরচ, কর এবং লাইসেন্সীর সিস্টেম পরিচালন সম্পর্কীয় অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচাদির যোগফল, যাহা নিম্নরূপ:-

মোট খরচ = পরিচালন ও রক্ষাণাবেক্ষণ খরচ + অবচয় + আয়কর ও অন্যান্য কর

(আ) বাংলাদেশ হিসাব রক্ষণ মানদণ্ড (Bangladesh Accounting Standard) এবং কমিশন কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (Uniform System of Accounts) এর উপর ভিত্তি করিয়া খরচাদি নির্ণীত হইবে।

(ই) প্রত্যেকটি ট্যারিফ আবেদনের খরচের হিসাব ১২ (বার) মাসের প্রকৃত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রস্তুত করিতে হইবে।

(ঈ) কমিশন কর্তৃক যথাযথ নিরীক্ষার সুবিধার্থে, ট্যারিফ নিরূপণের জন্য সকল খরচের, যতদূর সম্ভব, বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(উ) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ব্যবসায়ের সেই সকল খরচ যাহা সার্ভিস প্রদানের সহিত সরাসরি জড়িত বা উহা হইতে উদ্ভূত এবং সার্ভিস ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণজনিত খরচ।

(ঊ) চলমান নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া এবং সার্ভিস প্রদান শুরু না হওয়া পর্যন্ত রেট নির্ধারণে বিবেচ্য হইবে না।

(ঋ) স্থায়ী সম্পদের বুক ভ্যালুর উপর স্থিরকৃত অবচয়, মোট খরচে অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং ইহা পুনমূল্যায়নের বিষয় নয় যাহা, সম্পদ মূল্যায়নে পরবর্তী যে কোন সংশোধনীর উপর নির্ভর করে।

(এ) সকল প্রযোজ্য করসমূহ কস্ট অব সার্ভিসের মধ্যে গণ্য হইবে এবং খরচ হিসাবে যোগ হইবে।

(খ) **পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ:-**

(অ) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ব্যবসায়ের সেই সকল খরচ যাহা সার্ভিস প্রদানের সহিত সরাসরি জড়িত বা উহা হইতে উদ্ভূত এবং সার্ভিস ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণজনিত খরচ।

(আ) সঞ্চালন প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কয়েকটি প্রধান প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা: সঞ্চালন, ভোক্তার হিসাব, বিক্রয় এবং প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ। ভোক্তার হিসাব ও বিক্রয় সংক্রান্ত খরচসমূহ লাইসেন্সীর খরচের ক্ষেত্রে সামান্য ভূমিকাই পালন করে।

(i) **সঞ্চালন খরচঃ-**

সঞ্চালন খরচ দুইটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্তঃ- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ। পরিচালন খরচ নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত, যথাঃ- পরিচালন, তদারকি ও প্রকৌশল; সিস্টেম কন্ট্রোল (system control) ও লোড ডিসপাচিং (load dispatching); SCADA; স্টেশন; ওভারহেড লাইন; আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন; অন্যান্য কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন; বিবিধ সঞ্চালন খরচ এবং ভাড়া। রক্ষণাবেক্ষণ খরচ নিম্নবর্ণিত খরচসমূহে বিভক্ত, যথাঃ-রক্ষণাবেক্ষণ, তদারকি ও প্রকৌশল; অবকাঠামো; স্টেশন যন্ত্রপাতি; ওভারহেড লাইন; মাটির নীচের লাইন এবং বিবিধ সঞ্চালন প্লান্ট।

(ii) **গ্রাহক হিসাব সংক্রান্ত খরচঃ-**

গ্রাহক হিসাব সংক্রান্ত খরচ কেবল পরিচালন খরচ হিসাবে বিবেচিত হয়। তদারকি, মিটার রিডিং, গ্রাহক রেকর্ড ও বিল আদায়, অনাদায়যোগ্য হিসাব এবং গ্রাহকের হিসাব সম্পর্কিত বিবিধ খরচ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(iii) **বিক্রয় খরচঃ-**

বিক্রয় খরচ কেবলমাত্র পরিচালন খরচ হিসাবে বিবেচিত হয়। তদারকি, বিক্রয়, বিজ্ঞাপন, এবং বিক্রয় সম্পর্কিত বিবিধ খরচ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(iv) **প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচঃ-**
প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এই দুই শ্রেণির খরচে বিভক্ত, তবে এই খরচের বৃহদাংশই পরিচালন সংশ্লিষ্ট। পরিচালন খরচের মধ্যে রহিয়াছে:- প্রশাসনিক ও সাধারণ বেতনাদি, অফিস সরবরাহ ও খরচ, স্থানান্তরিত প্রশাসনিক খরচ, বাহিরের সেবা, সম্পত্তি বীমা, ক্ষতিপূরণ, কর্মচারীদের পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা, ফ্রানচাইজ (franchise), রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স ফিস, প্রতিলিপি প্রস্তুত খরচ, বিবিধ সাধারণ খরচ, হায়ার্ড সার্ভিস (hired service) এবং ভাড়া। রক্ষণাবেক্ষণ খরচের অন্তর্ভুক্ত হইবে কেবল জেনারেল প্লান্ট (general plant) এর রক্ষণাবেক্ষণ।

(v) **বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিঃ-** বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার উঠা-নামার কারণে কিছু লাভ-ক্ষতি হইতে পারে। যদিও বিষয়টি ঋণ সম্পর্কিত, তবুও বিনিময়ের কারণে হওয়া এই লাভ-ক্ষতি আয় বা খরচ হিসাবে গণ্য হইবে। ইহা প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ খাতের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(গ) **অবচয়:-**যাচাই বর্ষে ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সকল সম্পদের বার্ষিক মোট অবচয়ের পরিমাণ অবচয় খরচ খাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঘ) **আয়কর ও অন্যান্য করঃ-**

(অ) লাইসেন্সীর কর বাবদ খরচ, ব্যবসা খরচ হিসাবে সার্ভিস প্রদানের বিপরীতে আদায়যোগ্য হইবে।

(আ) লাইসেন্সীর পরিচালন এর ক্ষেত্রে দুই প্রকার কর (tax) সরাসরি প্রযোজ্য, যথা:- ভূমিকর ও আয়কর।

(i) কর্মচারীর বেতন বা ঠিকাদারের বিল হইতে যে অর্থ লাইসেন্সী সরকারকে প্রদানের জন্য কাটিয়া রাখে তাহা ট্যারিফ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সী প্রদত্ত সেবার খরচের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। তবে উক্তরূপে কর্তিত অর্থের অতিরিক্ত কোন অর্থ লাইসেন্সী সরকারকে প্রদান করিলে তাহা সেবার খরচের একটি অংশ হিসাবে গণ্য হইবে। যদি লাইসেন্সী অন্য কোন কর (tax) পরিশোধ করে যাহা এই পদ্ধতি (methodology)-তে আলোচিত হয় নাই কিন্তু যাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যুৎ সঞ্চালনের উপর রহিয়াছে, তাহা হইলে উহা সার্ভিস খরচের একটি অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(ii) মূল্য সংযোজন কর (VAT) কেবল বিতরণ পর্যায়ে আদায় করা হয় এবং লাইসেন্সীর উপর বর্তায় না।

(iii) ভূমিকর সাধারণতঃ বিবিধ খরচ হিসাবে প্রদর্শিত হয়।

(iv) যাচাই বর্ষে সরকারকে পরিশোধিত আয়কর ট্যারিফ ডিজাইনে খরচ হিসাবে ধরা হইবে।

(ই) বাংলাদেশে মালামাল আমদানির সময় একজন লাইসেন্সী মূল্য সংযোজন কর (VAT), আমদানি শুল্ক ও অগ্রিম আয়কর প্রদান করে। আমদানিকৃত মালামালের চালান মূল্যের উপর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে অগ্রিম আয়কর আরোপ করা হয়।

(i) আমদানিকৃত পণ্যের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর (VAT) ও আমদানি শুল্ক সম্পদ বা পণ্যের সংগ্রহ ব্যয়ের একটি অংশ, তাই উক্ত সম্পদ বা পণ্যের সংগ্রহ মূল্যের একটি অংশরূপে উহা পরিগণিত হইবে। এই মূল্যই অবচয় এবং সম্পদের উপর রিটার্ন নির্ধারণে ব্যবহৃত হইবে।

(ii) যদি লাইসেন্সী কোন ক্রয়কৃত পণ্যের উপর মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রদান করে, তাহা হইলে উহা, ট্যারিফ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, উক্ত পণ্যের সংগ্রহ ব্যয়ের অংশরূপে সম্পদ বা মালামালের প্রদর্শিত ব্যয় (book cost) এর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঈ) লাইসেন্সী কর্তৃক সরকারকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রাক্কলিত অগ্রিম আয়কর প্রদান করিতে হয়। লাইসেন্সী সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের জন্য করের একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করে। লাইসেন্সীর দায়িত্ব করের একটি নির্ধারিত অংশ অগ্রিম প্রদান করা। প্রত্যেক ৩ (তিন) মাস পর পর, লাইসেন্সী বিগত ৩ (তিন) মাসের প্রকৃত আয় ও করের দায় এর ভিত্তিতে পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের প্রাক্কলন সমন্বয় করে। অর্থ বৎসর শেষে, প্রদেয় আয়করের সহিত ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর এবং পণ্য আমদানির সময় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর সমন্বয় করিয়া নীট প্রদেয় আয়কর সরকারকে প্রদান করিতে হয়। যদি অগ্রিম প্রদত্ত আয়করের মোট পরিমাণ একই অর্থ বৎসরে সরকারের প্রাপ্য আয়করের পরিমাণের অধিক হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত আয়কর প্রদান করিতে হয় না, এবং অগ্রিম

প্রদত্ত আয়করের উদ্বৃত্ত অংশ পরবর্তী অর্থ বৎসরে জের টানা হয়। অগ্রিম আয়কর একটি অগ্রিম প্রদান এবং ইহার একটি অংশ রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে (regulatory working capital) যোগ হইবে।

(৭) **সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা (Recommended Annual Revenue Requirement):-**

(ক) সর্বমোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা হইবে রেট বেজ (rate base) এর উপর প্রস্তাবিত রিটার্ন (return) এর পরিমাণ এবং চলতি বৎসরের মোট পরিচালন খরচ যার মধ্যে অবচয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে,যাহা নিম্নবর্ণিত ফর্মুলায় প্রদর্শিত হইয়াছেঃ-

সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা = রেট বেজের উপর প্রস্তাবিত রিটার্ন + পরিচালন খরচ

(খ) লাইসেন্সীর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্তে কি পরিমাণ বর্ধিত রাজস্ব প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন তাহা নির্ণয়ের জন্য চলতি রাজস্বের সহিত উল্লিখিত সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদার পরিমাণের তুলনা করিতে হইবে।

(৮) **মোট চলতি রাজস্ব (Total Current Revenues)**:- মোট চলতি রাজস্ব নিম্নবর্ণিত আয়সমূহের সমষ্টি, যথা:- সঞ্চালন সেবা বাবদ রাজস্ব, প্রদত্ত অন্যান্য সেবা হইতে আয়, সুদ বাবদ আয়, এবং বিবিধ আয়, যাহা নিম্নবর্ণিত ফর্মুলায় প্রদর্শিত হইয়াছেঃ

মোট চলতি রাজস্ব = সঞ্চালন + অন্যান্য সেবা + সুদ + বিবিধ

(৯) **প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি (Proposed Revenue Increase):-**

(ক) চলতি রাজস্ব ও সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদার মধ্যে যে পরিমাণ রাজস্বের পার্থক্য তাহাই প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি। এই রাজস্ব বৃদ্ধি ট্যারিফ বৃদ্ধি করিয়া অর্জিত হয় যাহা লাইসেন্সীকে সুপারিশকৃত রেট অব রিটার্ণ (rate of return) অর্জন এবং পরিচালন খরচ নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল লাভের সুযোগ প্রদান করে।

প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি = সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা - চলতি রাজস্ব

(খ) উল্লিখিত প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধির উপর আয়কর প্রযোজ্য। সেই কারণে উক্ত প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি চলতি রাজস্বের সহিত সরাসরি যোগ করিয়া বাস্তবায়ন করা হইলে লাইসেন্সী সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা লাভে ব্যর্থ হইবে। ভবিষ্যৎ রাজস্বের উপর ধার্যকৃত আয়করের সমপরিমাণ কম হইবে। সম্পূর্ণ পরিমাণ নিশ্চিত করিবার জন্য প্রবৃদ্ধি মোটের উপর (gross) হিসাব করিতে হইবে। অর্থাৎ আয়করযোগ্য অংক ধরিয়া রাজস্ব প্রবৃদ্ধি বাড়াইতে হইবে। এই জন্য একটি রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর (revenue conversion factor) ধরা যাইতে পারে, যাহা দ্বারা প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি নির্ণয় করা সম্ভব হইবে।

(অ) রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর একটি ফর্মুলা দ্বারা নির্ণয় করা যাইতে পারে। ফর্মুলাটি নিম্নরূপঃ-

রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর = ১ ÷ (১ - আয়কর হার)

(আ) এইভাবে কনভারশন ফ্যাক্টর নির্ণয়ের পর উহা দ্বারা প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণকে গুণ করিয়া সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি পাওয়া যাইবে, যাহা নিম্নরূপে দেখানো যাইতে পারেঃ-

সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি = প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি X **রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর**

(১০) **মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা (Total Recommended Annual Revenue Requirement):-**

মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা হইল চলতি রাজস্ব এবং সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধির সমষ্টি, যেরূপ নিম্নের ফর্মুলায় প্রদর্শিত হইয়াছেঃ-

মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা=মোট চলতি রাজস্ব + সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি

(১১) **সঞ্চালন রেটঃ-**

(ক) কিলোওয়াট-ঘণ্টায় নিরূপিত বার্ষিক সঞ্চালিত বৈদ্যুতিক এনার্জি দ্বারা মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদাকে ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যাইবে তাহাই সঞ্চালন রেট, যাহা নিম্নরূপঃ-

সঞ্চালন রেট = মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা ÷ বার্ষিক সঞ্চালিত বৈদ্যুতিক এনার্জি (electrical energy)

(খ) বাংলাদেশে যেহেতু সঞ্চালন সার্ভিস এক স্থান হইতে অন্য স্থানে (point to point), স্থায়ী (fix), এবং বিরতিপূর্ণ (interruptible) ইত্যাদি আকারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, সেই হেতু কমিশন ক্ষেত্র অনুযায়ী এই সকল পরিবর্তনের সমাধান করিবে এবং প্রয়োজনে এই পদ্ধতি (methodology) সংশোধন করিতে পারিবে।

৩। **হিসাবের উদাহরণ ও ফর্মুলাসমূহের সার-সংক্ষেপঃ**

(১) এই পদ্ধতি (methodology) অনুযায়ী বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ নির্ণয়ের কস্ট অব সার্ভিস হিসাবের একটি নমুনা হিসাব ব্যাখ্যাসহ পরিশিষ্ট-'ক' তে প্রদান করা হইয়াছে।

(২) এই পদ্ধতি (methodology)-তে বর্ণিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ নির্ধারণ পদ্ধতির ফর্মুলাসমূহের সার-সংক্ষেপ পরিশিষ্ট-'খ' তে প্রদান করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট 'ক'

নিম্নে সার্ভিস সংক্রান্ত খরচের একটি নমুনা হিসাবে সার-সংক্ষেপ প্রদত্ত হইল, ইহাতে সার্ভিসের খরচ কিভাবে চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়নে ভূমিকা রাখে উহার একটি নির্বাহী সার-সংক্ষেপ পাওয়া যাইবে। আরও বিস্তারিত তথ্য পরে পরিবেশিত হইয়াছে, যাহা হইতে এই নমুনা হিসাবে ব্যবহৃত অংকসমূহ সম্পর্কে জানা যাইবে।

সার্ভিসের খরচের নমুনা হিসাব সার-সংক্ষেপ			
১।	**রেট বেজ (Rate Base)**		
	সার্ভিসে ব্যবহৃত সঞ্চালন সম্পদ **(Transmission Assets in Service)**	লক্ষ টাঃ	৫০০,০০০
	রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল	লক্ষ টাঃ	২৭,৫০০
	পুঞ্জীভূত অবচয়	লক্ষ টাঃ	- ২০০,০০০
	মোট রেট বেজ	লক্ষ টাঃ	৩২৭,৫০০
২।	**প্রস্তাবিত রেট অব রিটার্ণ (Rate of Return)**	দশমিক	০.১
৩।	**রেট বেজের উপর প্রস্তাবিত রিটার্ণ (Proposed Return on Rate Base)**	লক্ষ টাঃ	৩২,৭৫০
৪।	**পরিচালন খরচ**		
	মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	লক্ষ টাঃ	২০,০০০
	অবচয় (যাচাই বর্ষ)	লক্ষ টাঃ	২০,০০০
	আয়কর ব্যতীত অন্যান্য কর	লক্ষ টাঃ	১
	আয়কর প্রদানের পূর্বে মোট পরিচালন খরচ	লক্ষ টাঃ	৪০,০০১
	আয়কর (৩৭.৫%)	লক্ষ টাঃ	১৯০.৩৫
	মোট পরিচালন খরচ	লক্ষ টাঃ	৪০,১৯১.৩৫
৫।	**সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা**	লক্ষ টাঃ	৭২,৯৪১.৩৫
৬।	**চলতি রাজস্ব**		৪০,০০০
	সঞ্চালন সার্ভিস বিক্রয়	লক্ষ টাঃ	০.৬০
	প্রদত্ত সার্ভিস হইতে আয়	লক্ষ টাঃ	৫০০
	সুদ বাবদ আয়	লক্ষ টাঃ	৮
	বিবিধ রাজস্ব	লক্ষ টাঃ	০
	মোট চলতি রাজস্ব	লক্ষ টাঃ	৪০,৫০৮.৬০
৭।	**প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি**	লক্ষ টাঃ	৩২,৪৩২.৭৫
৮।	**রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর (Revenue Conversion Factor)**		১.৬
৯।	**সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি**	লক্ষ টাঃ	৫১,৮৯২.৪০
১০।	**মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা**	লক্ষ টাঃ	৯২,৪০১
		মিলিয়ন টাঃ	৯২,৪০.১
১১।	**বার্ষিক সঞ্চালিত বৈদ্যুতিক এনার্জি (electrical energy)**	**MKWH**	২০,০০০
১২।	**প্রস্তাবিত সঞ্চালন রেট (প্রতি কিলোওয়াট-ঘণ্টা)**	টাকা	০.৪৬২

হিসাবের সাধারণ ব্যাখ্যা

হিসাব-১ঃ-

হিসাব-১ এর উদাহরণ অনুযায়ী, লাইসেন্সীর অবকাঠামোগত সম্পদের প্রকৃত ব্যয় এবং রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এর সমষ্টি লাইসেন্সীর মোট সম্পদ। অতঃপর উহা হইতে অবকাঠামোগত সম্পদের পুঞ্জীভূত অবচয় বিয়োগ করা হইয়াছে। এইভাবে প্রাপ্ত সম্পদের মূল্যই হইল অবকাঠামোগত সম্পদের নীট প্রদর্শিত মূল্য (net book value)। সম্পদের উপর রিটার্ণ নিরূপণের জন্য ইহাকেই হিসাবের ভিত্তি ধরা হয়। সম্পদের অন্তর্ভুক্ত আর কি কি হইতে পারে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই পদ্ধতি (methodology)-তে অন্যত্র করা হইয়াছে।

হিসাব-২ঃ-

এই উদাহরণের জন্য একটি আনুমানিক রেট অব রিটার্ণ (rate of return) নির্বাচন করা হইয়াছে। রেট নিরূপণের উদ্দেশ্যে কোন রেগুলেটরী কেইসে, রেট বেজ (rate base) এর উপর রেট অব রিটার্ণ একটি সামগ্রিক আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ফল। এই রিটার্ণ প্রয়োগ দ্বারা উদ্ভাবিত চূড়ান্ত রেট গ্রাহকদের জন্য যতদূর সম্ভব সহায়ক হইবে। কারণ, এই রেট কেইস প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত হিসাবরক্ষণ ও অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুযায়ী ইহাই হইবে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন খরচ। লাইসেন্সীর নিকটও ইহা যতদূর সম্ভব সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হইবে উহার নির্ভরযোগ্য বৈদ্যুতিক সেবা প্রদানে সক্ষমতার জন্য। ইহার ফলে উহার ব্যয় পুনরুদ্ধার এবং সঞ্চালন ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জিত হইবে। আয় যুক্তিসঙ্গতভাবে পর্যাপ্ত হইবে, ফলে লাইসেন্সীর অর্থনৈতিক সচ্ছলতায় আস্থা অর্জিত হইবে এবং জনগণের প্রতি উহার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ লাভে সক্ষম হইবে। রেট অব রিটার্ণ নির্ধারণ সম্পর্কে এই পদ্ধতি (methodology)-তে অন্যত্র আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

হিসাব-৩ঃ-

সম্পদের সমষ্টি হইতে পুঞ্জীভূত অবচয় বিয়োগের পর অবশিষ্ট সম্পদকে হিসাব-২ এর রেট অব রিটার্ণ দ্বারা গুণ করা হয়। ইহাতে কোয়ালিফাইং রেট বেজের উপর প্রস্তাবিত রিটার্ণ পাওয়া যায়। সম্পদে বিনিয়োগের ভিত্তিতে কোন প্রতিষ্ঠানকে এই পরিমাণ আয় অর্জন করিতে দেওয়া যায়।

হিসাব-৪ঃ-

হিসাব-৪ সকল খরচ যোগ করা হইয়াছে। সাধারণ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ছাড়াও কর (Tax) খরচের হিসাবে ধরা হইয়াছে। আয়কর এইজন্য খরচের অন্তর্ভুক্ত যে, অন্যান্য পরিচালন খরচের ন্যায় ইহাও লাইসেন্সীর একটি খরচ। সার্ভিসের এইরূপ ব্যয় বিশ্লেষণের অন্যতম উদ্দেশ্য এমন একটি রেট উদ্ভাবন করা যাহা সকল খরচ সঙ্কুলান করিবে এবং তদতিরিক্ত পরিচালন তহবিলেরও যোগান দিবে যাহা সঞ্চালন ব্যবস্থার সম্প্রসারণে ব্যবহার করা যাইবে এবং পরিচালনে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখিবার জন্য বিনিয়োগকারীদের মূলধন যোগান দিবে।

হিসাব-৫ঃ-

হিসাব-৩ এ হিসাবকৃত রেট বেজের উপর রিটার্ণ এবং হিসাব-৪ এ হিসাবকৃত পরিচালন খরচের সমষ্টি যোগ করিয়া সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা হিসাব করা হয়। এই পরিমাণ রাজস্বই লাইসেন্সীর প্রাপ্য।

হিসাব-৬ঃ-

এই হিসাবে সকল চলতি রাজস্ব যোগ করা হইয়াছে।

হিসাব-৭ঃ-

হিসাব-৫ এ হিসাবকৃত সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা হইতে হিসাব-৬ এ নির্ণীত চলতি রাজস্ব বিয়োগ করা হইয়াছে এবং এই বিয়োগফলই হইতেছে সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা অর্জনের জন্য চলতি রাজস্ব যে পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন সেই পরিমাণ।

হিসাব-৮ঃ-

একটি রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর (revenue conversion factor) নির্ণয় করা হইয়াছে। ইহার ফর্মুলাটি হইতেছে "১" সংখ্যাকে অপর একটি "১" সংখ্যা হইতে প্রযোজ্য আয়কর হার বিয়োগের পর বিয়োগফল দ্বারা ভাগ করা। প্রদত্ত উদাহরণে হিসাবটি নিম্নরূপে করা হইয়াছেঃ- ১ ÷ (১ - ০.৩৭৫), যাহা ১.৬ এর সমান, আয়কর হার ধরা হইয়াছে ৩৭.৫%। এইরূপ হিসাব করিবার কারণ এই যে, হিসাব-৭ এ হিসাবকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি যদি আয়ের অংশরূপে প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে উহার উপরও আয়কর প্রযোজ্য হইবে। ফলে, লাইসেন্সী কর পরিশোধের পর সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং, রাজস্ব বৃদ্ধিকে করের সহিত সমন্বয় সাধন প্রয়োজন, যাহাতে কর পরিশোধের পর প্রাপ্ত নীট রাজস্ব সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধির সমান হয়।

হিসাব-৯ঃ-

হিসাব-৭ এর প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধিকে হিসাব-৮ এ নির্ণীত রেভিনিউ করভারশন ফ্যাক্টর দ্বারা গুণ করা হইয়াছে।

হিসাব-১০ঃ-

হিসাব-৬ এর চলতি রাজস্বকে হিসাব-৯ এর প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধির সহিত যোগ করা হইয়াছে এবং ইহা হইতে মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহাই মোট রাজস্ব পরিমাণ যাহা লাইসেন্সীর সকল খরচ সঙ্কুলান ও সম্পদের উপর আয় অর্জনের জন্য আরোপিত রেট হইতে অর্জিত হওয়া প্রয়োজন।

হিসাব-১১ঃ-

প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সঞ্চালন লাইনে সঞ্চালিত মোট বার্ষিক পরিমাণকে মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টায় (MKWH) উল্লেখ করা হইয়াছে।

হিসাব-১২ঃ-

হিসাব-১০ এ হিসাবকৃত রাজস্ব চাহিদা হিসাব-১১ এ উল্লিখিত পরিমাণ দ্বারা ভাগ করা হইয়াছে এবং ইহা হইতে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টার রেট পাওয়া গিয়াছে। ইহাই লাইসেন্সী কর্তৃক উহার গ্রাহকদের উপর আরোপযোগ্য রেট।

এই উদাহরণটি একটি মোটামুটি হিসাব, তবে ইহাতে সঞ্চালন রেট নিরূপণের প্রধান স্তরসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ধারণা করা হয় যে, গ্রাহকগণ একইরূপ সঞ্চালন রেট লাভ করিবে এবং উক্ত রেট সঞ্চালনের দূরত্ব নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে একইরূপ হইবে।

পরিশিষ্ট “খ”

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ নির্ধারণ পদ্ধতি (methodology)-র ফর্মুলাসমূহের সার-সংক্ষেপ

নিম্নেবর্ণিত ফর্মুলাসমূহ ব্যবহার করিয়া একটি ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ নির্ধারণ করা যায়। এই ফর্মুলাসমূহের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য এই পদ্ধতি (methodology)-র মূল অংশ দেখা যাইতে পারে।

ফর্মুলাসমূহঃ-

মোট বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা = রেট বেজের উপর রিটার্ণ + মোট খরচ

রেট বেজ = ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সম্পদের অবচয়িত মূল্য + রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল

সঞ্চালন রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল = নগদ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল + মালামাল ও সরবরাহের মজুদ মূল্য + অগ্রিম প্রদান

নগদ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল = (১÷৬) X (বার্ষিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ)

মালামাল ও সরবরাহের মজুদ মূল্য = (মালামাল ও সরবরাহের বার মাসের মোট মূল্য) ÷ ১২

$$\text{ওভারঅল রেট অব রিটার্ণ} = \frac{[(\text{ইক্যুইটি মূলধন X ইক্যুইটির রিটার্ণের শতকরা হার}) + (\text{ঋণ মূলধন X ঋণের সুদের শতকরা হার})]}{(\text{ইক্যুইটি মূলধন + ঋণ মূলধন})}$$

$$\text{ইক্যুইটির রিটার্ণের শতকরা হার} = \frac{[(\text{কমন স্টক পরিমাণ X লভ্যাংশের হার}) + (\text{অবশিষ্ট ইক্যুইটির পরিমাণXনন স্টক রেট})]}{(\text{কমন স্টক পরিমাণ + অবশিষ্ট ইক্যুইটির পরিমাণ})}$$

$$\text{ঋণের সুদের শতকরা হার} = \frac{[(\text{দীর্ঘ মেয়াদী ঋণXঋণের সুদের হার}) + (\text{প্রেফার্ড স্টক পরিমাণXলভ্যাংশের হার})]}{(\text{দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ + প্রেফার্ড স্টক পরিমাণ})}$$

মোট খরচ = পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ + অবচয় + আয়কর ও অন্যান্য কর

সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা = রেট বেজের উপর প্রস্তাবিত রিটার্ণ + পরিচালন খরচ

মোট চলতি রাজস্ব = সঞ্চালন + অন্যান্য সেবা + সুদ + বিবিধ

প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি = সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা - চলতি রাজস্ব

রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর = ১ ÷ (১ - আয়কর হার)

সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি = প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি X রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর

মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা = মোট চলতি রাজস্ব + সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি

সঞ্চালন রেট = মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা ÷ বার্ষিক সঞ্চালিত বৈদ্যুতিক এনার্জি (electrical energy)

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের আদেশক্রমে
মোঃ ফয়জুর রহমান
সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd